দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নারীর ভাষা

ধীরাজ

সরকার

ভাষা হল ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে থাকি। অর্থাৎ প্রথম ভাষার জন্ম সামাজিক প্রয়োজনে হয়েছিল। তবে সমাজ কাঠামো প্যাটার্ন অনুসারে ভাষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজভাষাতত্ত্বের চর্চার অন্যতম উপাদান হলো সামাজিক উপভাষা। এই সামাজিক উপভাষার মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারকারীর সামাজিক পরিচয় ও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। নারীর উপভাষা এই রকমই একটি অংশ। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় নারীর উপভাষা নিয়ে বাংলায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত গবেষণা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে শর্মিলা বসু দত্তের 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা'(২০০০) ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে, সমাজতাত্ত্বিক, সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক, নারীর মর্যাদা, মনোভঙ্গি, সমাজ সমস্যার প্রতিফলনের ও ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্য পক্ষে ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন মহাশয় তার 'women's dialect in Bengali'(১৯৭৯) গ্রন্থে নারীর উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক দিকে ও শব্দপ্রয়োগ এবং অর্থের উদ্ধারের প্রতি নজর আরোপ করেছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নারীর ভাষার বিশ্লেষণের পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে তথ্যগুলো সংগ্রহ প্রয়োজন। দিনাজপুর জেলা প্রাচীন বাংলার ইতিহাস একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে পরিচিত। এই জেলা পুরাতন ইতিহাস ও সংস্কৃতির মিলন ভূমি। একসময়ের কোটিবর্ষ, রামগড়, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্রী ও দেব কোটের সঙ্গে এই জেলার আত্মিক সম্পর্ক ছিল। প্রাক ঔপনিবেশিক দিনাজপুর, ঔপনিবেশিক দিনাজপুর, বৃহত্তর দিনাজপুর, দিনাজপুর ও বিভিন্ন রূপে দিনাজপুর জেলা পরিচিতি। ঐতিহ্যময় দিনাজপুর জেলা গঠিত হয় ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। বুকানরের বিবরণে জানা যায় দিনাজপুর জেলা ৫৩৭৪ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল । ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের বিবরণে জেলার আয়তন কমে দাঁড়ায় ৪০৯৫.১৪ বর্গমাইল। দিনাজপুরের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন জর্জ হ্যাচ। এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের সময় দিনাজপুর জেলা ও ইংরেজদের কর্তৃত্বে চলে যায়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর সদর মহকুমা গঠিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ৩১ অক্টোবর গঠিত হয় বালুরঘাট মহকুমা। ১৯৪৮খ্রিস্টাব্দে ১৪ জুলাই বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমা নিয়ে গঠিত হলো পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। কিন্তু ভাঙ্গনের পালা চলছেই। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভাগ হলো উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা রূপে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আটটি থানা ও দুটি মহাকুমা । আটটি থানা হল বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তপন, বংশীহারী, কুশমন্ডি, হরিরামপুর, বালুরঘাট সদর ও গঙ্গারামপুর। পৌরসভার দুটি গঠিত হলো বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভৌগলিক অবস্থান হল ২৫ ডিগ্রি ১০মিনিট ৫ সেকেন্ড উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৯ ডিগ্রী 0 মিনিট ৩০ সেকেন্ড পূর্ব দ্রাঘিমা। জেলার আয়তন ২২১৯বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ দিনাজপুরের জনগণনা অনুসারে মোট জনসংখ্যা ১৬৭৬২৭৬ জন এর মধ্যে পুরুষ

৮৫৭১৯৯ জন আর নারী ৮১৯০৭৭ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১১. ৫২ %। শিক্ষিত জনসংখ্যা ১০৮৩৬৮৫ জন । পুরুষ শিক্ষিত ৫৯৬৪৭১ জন এবং নারী শিক্ষিত সংখ্যা ৪৮৭২১১জন। ধর্মীয় ভিত্তিতে জনসংখ্যার হিসাবে হিন্দু ১২৩১৮৫০ জন শতকরা ৭৩.৫৫%, মুসলিম ৪১২৭৪৪ জন শতকরা ২৪.৬৩%, খ্রিষ্টান ২৪৭৯৪ শতকরা ১.৪৮ %, শিখ ২৭৬ জন ০.০২%, বৌদ্ধ ১৪৮ জন শতকরা ০.০১%, জৈন ৩২৩ জন শতকরা ০.০২%, অন্যান্য ২৭৮৬ জন শতকরা ০.৭%, Not stated ২৩১১জন শতকরা ০.১৪%। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪.১০% শহরে বাস করেন অর্থাৎ ২৩৬২৯৫ জন আর ১৪৩৯৯৮১ জন গ্রামে বাস করে। জনসংখ্যা গ্রাম্য :শহুরে ৮৫.৯:১৪.১। শিক্ষিতের শতকরা হার পুরুষ:মহিলা -৭৮.৩৭%:৬৭.০১%। তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা ৪৮২৭৫৪ : ২৭৫৩৬৬ জন। ২০১১ জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলার পরিচিতি দেবার চেষ্টা করলাম। অঞ্চল ভিত্তিক দক্ষিণ দিনাজপুরের নারী ও ভাষাগুলোকে সংগ্রহ করে বর্তমান পাঠে সংযোজিত করা হয়েছে। এই হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পরিচিতি ও ভৌগোলিক জনবিন্যাস।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ভাষায় বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু এই জেলাতে পূর্ববঙ্গের ভাষা আর দু একটি থানায় প্রভাব দেখা যায়। কারণ থানাগুলো প্রায় সবকটি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা সাথে যুক্ত এবং দুই দেশের লোকেরা এখানে একসাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। কুশমন্ডি, তপন ও কুমারগঞ্জ থানার কিছু অঞ্চলের ক্ষেত্রসমীক্ষার লব্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে নারীরা কি ভাষা ব্যবহার করছে সেই দৃষ্টান্ত গুলো নিম্নে দেওয়া হল।

দুজন মহিলার মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় সুলতানা পারভীন, কুমারগঞ্জ, বয়স ৫৫ বলছেন-

‘কি করছি তোর মায়ের খাও তোর বাপের পড়ো নাং চুন্নি মাগী কেনে তুই খেপি জাসি তোর বাবার মুই খাও তুই খাবার দিস’?

ব্যাকরণগত বিশ্লেষণে দেখা যায়-

কচি >বলছিস (বর্ণ লোপ অল্পপ্রাণ ধ্বনি আগমন)।

খাও >খাই (সম্মুখ সংবৃত ধ্বনির পশ্চাৎ উচ্চ-মধ্য ধ্বনিতে পরিণত হওয়া)।

তোর >তোমার (সংকোচন)

পড়ো> পরিধান করি

খেপি জাসি>রাগ করছিস

দিস>দেওয়া

আবার দেখা যায় নারীদের মুখে কিছু প্রবাদ বাক্য আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণে ভিন্ন স্বাদের হয়ে উঠেছে।

‘চোরের মাগির ডাঙ্গর গলা’।

অর্থাৎ চোরের মায়ের বড় গলা । (বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ‘বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস’)।

মেয়ের>মাগির (এর বিভক্তি যুক্ত হয়েছে) বড়> ডাঙ্গর (দেশি শব্দের আগমন)।

আবার

‘হাটপা না জানলে আঙিনার দোষ’।

অর্থাৎ নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। (বরুণ কুমার চক্রবর্তী ‘বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস’)

এখানে হাটপ> নাচতে

আগিনার> উঠানে

আরেকটি প্রবাদে

‘কুত্তার লেঙ্গুর ঘি দিয়া ডললেও সোজা হবি না’।

অর্থাৎ কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডললেও সোজা হবে না।

কুত্তার >কুকুরের

হবি >হবে (এ কার ই কার উচ্চ সংবৃত ধবনীতে পরিণত হওয়া।

আবার আরেকটি প্রবাদে

‘বান্দরের গলায় মুক্তার মালা’অর্থাৎ বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা।

বান্দর > বাঁদর।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীদের ভাষা সংগ্রহ করতে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা দুজন সতীনের কথোপকথন সংগ্রহ করার সৌভাগ্য হয় আমার। সেই কথোপকথন নিম্নে দিলাম-

‘আরে তুই কেনে বা মুতবারর বসিছি। তুই কেনে বা উঠি না। আমরা এখন এ কেটে আছি তনে। আবার কিছুক্ষণ পর ও বা তোরা খালি বসিছি আর উঠিছি। আমরা এখন জুদা হোইতনে। হাটিতে হাটিতে মুতিসি জারুয়াণী’।

এভাবে ভাষার বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ওবা >আশ্চর্য হওয়া

তোরা>তোমরা

খালি>কারনহীন

বসেছি > বসছে (অপিনিহিতি জাত শব্দের বহুল প্রচলন লক্ষনীয়)

হারে >ওহে (সম্বোধন)

কেনেবা>কিসের জন্য ('বা' শব্দের অন্তে ব্যবহৃত হবার প্রবণতা)

হামরা>আমরা

একেটে >একসাথে

তনে >জন্য (মূর্ধন্য বর্ণের মধ্যে পরিবর্তন)।

জুদা >ভিন্ন বা আলাদা

মুতিসি> প্রস্তাব করা

হাঁটিতে> হাঁটতে

ঘরোয়া বিষয়ের প্রতিটি ঘটনা যেন নারীর কথায় প্রকাশ পায়। নারীর নিজস্ব ভাষাতে অশ্লীলতা যেন রঙ্গ ব্যাংগের সুরে সামাজিক ভাষাবিজ্ঞান কে সমৃদ্ধ তা দান করে। স্ত্রী কখনও কখনও স্বামীর প্রতি অনুরাগ এর রসে বলে থাকে বিভিন্ন প্রকার ব্যঙ্গ যেমন-

'কইলে বলে বলছে' ।

অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দিলে বা ভুল ধরিয়ে দিলে পুরুষরা রাগ করলে এই প্রবাদটি নারীরা ব্যবহার করে থাকে। আবার কখনও কখনও চটুলতায় ভরা প্রবাদ গুলো রঙ্গ ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজে নারীদের আসর মুখরিত করে থাকে। যেমন-

'ঠ্যাং এর উপর পা চড়াছি'।

অর্থাৎ পায়ের উপর পা চড়িয়েছে। এভাবেই বিভিন্ন প্রবাদের মাধ্যমে দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীরা তাদের সামাজিক পারিবারিক খুঁটিনাটি বিষয়কে অমর করে রেখেছেন। ভাষা যেন প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে নারীর মুখে। সাহিত্য যেন অমৃত রস আস্বাদন করে অমর হয়ে গিয়েছে। আবার দেখা যায় নারীরা হেয়ালী কথার মাধ্যমে তাদের রাগ অনুরাগের বহি:প্রকাশ করে থাকেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের ঘরে ঘরে এই হেঁয়ালি গুলো নারীর মনের আপন মাধুরীতে লোকসংস্কৃতির ধারাকে ফল্গুধারার মতো বয়ে নিয়ে চলেছে-

'মুরাদ বড় বচন করো' ।

অর্থাৎ ক্ষমতা নেই বড় কাজ করার শখ। মুরাদ অর্থাৎ ক্ষমতা।

আবার আরেকটি হেয়ালী

'দেখছি কত দেখব আর চিকার গলায় গজমতির হার'।

অর্থাৎ অনেক দেখলাম আর কি দেখবো।

দেখছি > দেখেছি

চিকার> ছুঁচোর।

আবার আরেকটি হেঁয়ালিতে

'আমি আল্লাদের পোলা রে আমার মাথায় গাছ গজাইছে'।

অর্থাৎ বেশি আদরের ছেলের আহ্লাদের সীমা নাই।

আহ্লাদের> আহলাদের

আবার আরেকটি

'পিঠা খাওয়া পিঠার ফর গণনা'।

অর্থাৎ কাজ করে যাও গণনা করো না।

তপন থানার আনাতোর গ্রামের রঞ্জন বর্মন এর কাছে ক্ষেত্র সমীক্ষা এ গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে নারীর গালিগালাজের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়-

ভাতার> স্বামী

বারোচুদি>বাজারি নষ্টা মহিলা।

মাগী> নষ্টা মহিলা

শরম>লজ্জা

কুতিনি মাগী> বাজারি নষ্টা মহিলা

বেশ্যানি মাগী>বাজারি নষ্টা মহিলা।

রঞ্জনা বর্মনের মুখের ভাষা নিম্নে দেওয়া হল-

'ওই কমলার বউ তোর ভাতার টা বুড়া হইছে। মোর সাথে পেম করবা চায়। কেনে পেম করবি। বারবার কচি মোর পিছনে ঘুরিস না। বারো চুদী মাগী তুই। তোর ভাতার কে তুই লাগায় দিছি। কুত্তিনি মাগী তুই আচ্ছা লাগা মাগী তুই। তোর শরম লাগে না। বেশ্যানী মাগী আছিস তুই। এরপরে যদি তোর ভাতার আসে জেলখানায় দিমু লাল ঘরে রে লাল ঘরে'।

আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎকারে শ্রীমতি বর্মন জানান ভেসটা ভাষা সম্পর্কে-

'শুয়োরের বাচ্চা জানোয়ারের বাচ্চা পিত লাচি। তিনি আরো বলেন ওই অনন্যা মাগী কথা শুনি না বেশ্যা নী মাগী কথা শুনি না। শোন শোন শোন। জারুয়ানী মাগী। ছুড়ি মাগী কথা শুনি না। বেহায়াচুদী বেশ্যানী মাগী। কাম করে না শুয়োরের বাচ্চা, জানোয়ারের বাচ্চা এত পিতলাইছে। বেশ্যানী মাগী নাঙচুন্নি মাগী কথা কওছি। বাল মুড়ি বেরা। জারুয়ানি নাকি মাগির মত কাম করি বেড়াচ্ছে।বউটা নটি। লক্ষীছাড়াই দিলি। পিত্তিটা উল্টে গেল'।

অশিষ্ট ভাষা ইতর শব্দ গালাগাল বা স্ল্যাং পৃথক কোনো ভাষা নয়। প্রত্যেক ভাষার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট শব্দ ভান্ডার কেই অশিষ্ট ভাষা, ইতর শব্দ, গালাগাল রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য গালিকে ভাষা বা উপভাষা না বলে শব্দ ভান্ডার বলার যৌক্তিকতা হলো এতে কোনো বিশেষ ব্যাকরণগত স্বাতন্ত্র্য প্রায় নেই। মান্য ভাষা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য যতটা ধ্বনিগত,রূপগত বা আর নয় তার চেয়ে বেশি শব্দার্থ গত বা আবিধানিক। সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন-

'যে শব্দ ও পদ ভদ্রলোকের কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা প্রয়োগ হয় না এবং যাহার উৎপত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা দলবিশেষের হীন ব্যবহার হইতে তাহার শব্দ বা গালি'।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্তরের মেয়েরা কোন দল বা ঝগড়ার সময় যে ধরনের অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে গালিগালাজ দিয়ে থাকেন সেগুলি উপরোক্ত উদাহরণ গুলিতে উঠে এসেছে। গ্রামীণ মেয়েদের ঝগড়ায় নারী বনাম নারী এবং নারী বনাম পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে যৌনতা বাচক বা অবৈধ সম্পর্ক কেন্দ্রিক গালিগালাজ ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে যৌনতাকে ভিত্তি করে যে সকল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নারীরা দিয়ে থাকেন সেখানে উঠে এসেছে ব্যভিচার অনাচার জন্মের মত বিষয়বস্তু।

পরিশেষে বলা যায় দক্ষিণ দিনাজপুরের এই ক্ষেত্র সমীক্ষা লব্ধ নারীর ভাষার যে সকল ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে তা এর আগে চিহ্নিত হয়নি। নারীর প্রবাদ, হেঁয়ালি, গালিগালাজ এবং বিভিন্ন ব্যাকরণগত পরিবর্তন আগে এত ব্যাপকতা প্রাপ্ত হয়নি। তাই সব মিলিয়ে নারীর ভাষার সমীক্ষার ফলাফল

অত্যন্ত গভীর বিস্তৃত ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এর বিস্তৃততর সমীক্ষা হলে দক্ষিণ দিনাজপুরের ভাষার অনেক নতুন উপাদান সমৃদ্ধ হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

অভ্র বসু, ২০০৫, বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান, প্যাপিরাস , কলকাতা।

আজিজুল হক মন্ডল, ২০১৩, বাংলা প্রবাদ কহ্নকৌণিক দৃষ্টি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

আব্দুল মান্নান স্বপন (সম্পাদনা ও সং), ২০১৪, গালি অভিধান, ঐতিহ্য, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৩৭৮,বাংলার লোকসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নির্মল দাস, ২০১৬/১৯৮৪, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ,সাহিত্য বিহার, কলকাতা।

নির্মলেন্দু ভৌমিক, ১৯৮৫, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৭৭, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

মোহাম্মদ হানিফ পাঠান, ১৯৭৬, বাংলা প্রবাদ পরিচিতি,বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মৃণাল নাথ, ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, ঢাকা।

শর্মিলা বসু দত্ত, ২০০০, বাংলায় মেয়েদের ভাষা, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ১৯৯৬, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ওয়েব উৎস

www. https://en . Wikipedia.org>wiki> Dakshin Dinajpur.

www. https://census 2011.co in.